(কাব্য)

শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ দ্বারা

প্রকাশিত।

আল্‌বার্ট প্রেস্‌;

৬৬ নং শিবনারায়ণদাসের লেন, কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট,

বাহির সিমলা,—কলিকাতা।

মাঘ,—১২৮৬

TO

BABU NANI MOHAN BANDYOPADHAYA

THIS BOOK
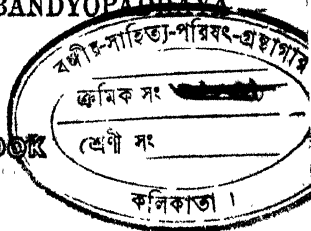
IS RESPECTFULLY

DEDICATED.

The Author.

বনফুল

(কাব্য)

শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ দ্বারা

প্রকাশিত।

আল্‌বার্ট প্রেস্।

৪৬ নং শিবনারায়ণদাসের লেন, কর্ণবালিস্‌ ষ্ট্রীট,

বাহির সিমলা,—কলিকাতা।

মাঘ,—১২৮৬

PREFACE.

The father sees not the deformity of the child, when he decks him with what finery he has, to take him to the invitation where all men are assembled. If the ugliness of his darling son be ridiculed on the way by simple persons who have not yet learned to be civil enough to hide their hate, he fondly hopes that the beauty of his favourite boy will be gazed on with admiration and suspense by the sensible at the gathering. A hope like this has deluded me to publish these poems. They have been invariably remarked to be harsher than a crow's song and to be as full of sentiments as the discouse of a boor turned mad. Still, if fathers in Bengal are sympathized for the uncouthness of their children when they might as well abstain from transmitting their shame to posterity, why should not authors in that land of feeling and encouragement, considering, that they are many times less guilty ; as their books themselves do not understand the mortification that neglect in society gives. BANAFULA, however, is as much grateful to Babu R. K. Ray as a bride is to her nurse when she goes for the first time to meet her lover.

THE AUTHOR.

বনফুল।
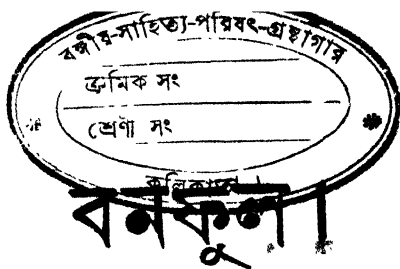
প্রথম খণ্ড।

স্তোত্র।

কোথায় করুণাময় জগত কারণ।
বাঁচাও অধীন জনে দিয়া দরশন।
আসিয়াছি বহুদিন এ ভব-সংসারে,
খুজিতেছি, তোমা নাথ, বহুল প্রকারে।
কিন্তু কোথা রহ তুমি জানিতে না পারি,
কি ভাবে আছ বা, প্রভো। কোন মুর্ত্তি ধরি।
কি করিলে হয় তব প্রিয়-সম্পাদন,
অথবা কি হয় তব অপ্রিয়-কারণ।
কিম্বা-কোন্ কার্য্য করি তব প্রীতিকর,
পাইব তোমার দেখা, ওহে বিশ্বেশ্বর !
অজ্ঞাত অসংখ্য কোন অপরাধ করি,
অজ্ঞান-তিমিরে মোরা মগ্ন হয়ে মরি।

অথবা পাপের কোন আছে প্রতিকার,
যাহা করি হব মোরা সকলে উদ্ধার।
কিছুই জানিনা, বিভো! অন্ধজন-প্রায়,
ভ্রমিতেছি ভব-ভূমে ক্লান্ত যন্ত্রণায়।
কোন্ পথ সত্য, মিথ্যা নাহিক নিশ্চয়,
কভু মিথ্যা করি সত্য, সত্য, মিথ্যা হয়।
যে পথ আশ্রয় করি করি'ছি গমন,
সে পথে কূপেতে গিয়া হইব পতন।
অথবা যে পথ ত্যাগ করিনু ঘৃণায়,
নিষ্কৃতির পথ পাছে সেইটা বা হয়।
ডাকি অন্য পান্থ কাছে যদি জিজ্ঞাসাই,
অনুবর্ত্তী হতে শীঘ্র অনুরুদ্ধ হই।
কিন্তু, হায়! তাহারাও পড়ি এক দায়,
ভ্রান্ত হয়ে মোর মত ঘুরিয়া বেড়ায়।
প্রকৃতি-পালক, নাথ! দয়ার সাগর!
বাহ্য গুহ্য জান তুমি জান হে অন্তর।
দেখ, নাথ, সকলেই তব শ্রী-চরণ
পাইবার আশা মোরা করি'ছি যতন;
এতে যদি ভ্রান্ত হয়ে অন্য পথে যাই,
তব কৃপা ভিন্ন, বিভো, অন্য গতি নাই।

বিবেচনা করি—যবে বহ্নি-পারাবারে,
পড়িব ভুলিয়া গিয়া, কান্দিব কাতরে
তব নাম ধরি,—বসি স্বর্গ সিংহাসনে,
শুনিবে সে আর্ত্তনাদ করুণ-শ্রবণে।
ভাবিবে আমার তরে ঘুরিয়া হেথায়,
পড়েছে এ নরগণ এ কঠিন দায়।
অতএব এ দিগকে অভয় অর্পণ,
করি এই বলি তুলি লইবে তখন।
শ্রী-চরণে বসি তব পরম পিতার,
সেবিব সকলে সুখে ধর্ম্ম অবিচার।
করুণ নয়নে সবে করিবে দর্শন,
সব পুত্র সম তব প্রকৃতি-কারণ।
কিন্তু নাথ! এ বিশ্বাসে করি শুদ্ধ ভর,
থাকিতে হৃদয় মোর করে থর থর।
পাছে যদি কৃপা-দৃষ্টি না হয় তোমার,
বল দেখি কিবা হবে আমা সবাকার?
কি হইবে, গতি, হায় কি হবে যাতনা,
মূর্খ আমি মন মম না করে ধারণা।
যা হবে তা হবে নাথ! স্মরিনু তোমায়,
নির্ভর করিনু নাথ! তব মহিমায়।

যমের প্রতি।

কি কব তোরে, রে যম! ওরে দুরাচার,
তোর চেয়ে অধম কে আছে ভবে আর?
লোলোলো রসনা তোর ভীষণ মূরতি,
কভু হেথা কভু, তথা বায়ুবৎ গতি।
কিছুতে, দুর্ম্মতি, তোরে বাধা দিতে নারে,
কেহই তোহার হাত এড়াতে না পারে।
অভিমানী রাজা আজি বসি সিংহাসনে,
কালি সে দলিত তোর দশন-ঘর্ষণে!
দুর্দ্ধর্ষ-বিক্রমী আজি রণ করে জয়,
কালি তোর মুখতলে হইল নিলয়।
নবীনা যুবতী রতি জিনিয়া ললনা,
যুবকুল-মনোরমা, আকর্ণ-লোচনা,
স্বামি-বক্ষঃস্থল আজি করিল শীতল,
কালি তোর লোল জিহ্বে গলি হল জল।
দরিদ্রতা সনে যুদ্ধ করি ঘোরতর,
আসিছে কেবল পুত্র বহু দিনে ঘর।
পিতার চরণে মাত্র নমস্কার করে,
অমনি উড়াস তারে নিশ্বাসের ভরে।

বিভাতিছে লাবন্যতা-চলিছে নয়ন,
কুচদ্বয় সুকঠিন সস্মিত বদন।
স্বর্ণ-লতা জিনি ভুজ রামা, ধীরে ধীরে,
চাহিয়া পতির পানে অর্পিল পতিরে।
হেন কালে দেখে তোর শ্বাসবৈশ্বানরে,
ভস্মীভূত প্রাণপতি এ জন্মের তরে।
আশৈশব বন্ধুতায় বদ্ধ দুই জন,
একত্রে শয়ন করে একত্রে ভোজন।
পরস্পরে নিরখিয়া সদা সুখে রয়,
বিরহ কাহারে বলে জ্ঞাত তারা নয়।
এক জনে তার মধ্যে লইস তুলিয়া,
দন্তপাটী মধ্যে দিস্ হাসিয়া হাসিয়া।
সাশ্রু অন্য করে তোর চরণে ক্রন্দন,
না করিস্ গ্রাস কিন্তু তাহারে তখন।
কখন বিস্তারি তোর করাল বদন,
দেশ দেশ উদরেতে করিস অর্পণ।
না দেখিস বৃদ্ধবালবালিকা-যুবতী,
সবল দুর্ব্বল কিম্বা জরাগ্রস্ত অতি।
দুই হাতে এক বারে ধরি সাপটিয়া,
দিস মুখ গহ্বরেতে অমনি ফেলিয়া।

ধক ধক শূন্যমার্গে জ্বলে দুনয়ন,
গাল হতে হয় রক্ত অজস্র পতন!
হেরি তোরে ত্রাসে নরে পড়ে ভূমিতলে,
পলাইতে চায় কিন্তু নারে কোন স্থলে।
ওরে যম! পৃথিবীর প্রথম হইতে,
অন্তকাল সম-বল রহিলি জগতে।
অন্তক! অন্তক তোর নাই কিরে ভবে?
অমোঘ-প্রতাপশালী হয়েছিলি সবে।
আমি তোরে নাহি ভয় করি এক তিল,
জ্বলেছে অনল যবে,—হইবে শিথিল।

বন্ধুর পত্র প্রাপ্তে।

হে প্রিয়! প্রণয়-লিপি পাইয়া তোমার
অনুপম প্রীতি-রসে হইনু মগন,
কিঞ্চিৎ শমিল সেই বিরহ অপার
ক্রমশঃ হইতেছিল যাহা উদ্দীপন;

যথা নিদাঘের কালে ক্রমশঃ মেদিনী
সূর্য্যতাপে দগ্ধা হলে ঘন-বরিষণে
পুনঃ হয় সঞ্জীবিতা, আমিও তেমনি
হয়েছি, হে মিত্র! তব পত্রিকা প্রেরণে।

একত্রে যখন দোঁহে করিতাম বাস
মুখশশী তব হত বিমল দর্পণ;
সুখে দুঃখে আপনার মুখশ্রী আভাস
করিতাম তব মুখে যথার্থ দর্শন।

নিজ প্রতিকৃতি পুনঃ দেখিবার তরে
ব্যাকুল হয়েছে প্রাণ, চিত সুচঞ্চল।
(হায় রে হেরিতে বন্ধু কারি বা না করে
চায় না চকোর কিরে চাঁদ নিরমল ?)

হে বন্ধো ! মিলন দিন হইতে তোমায়,
নিজ মন করিয়াছি সহর্ষে অর্পণ।
অতএব তার কথা আর পুনরায়,
কব না, তোমারি র'ল যাবৎ জীবন।

আল্‌সিবাইদিস্‌।

একাকী বসিয়া বীর প্রাসাদ ভিতরে,
"কিরূপে উদ্ধারি দেশ" এই চিন্তা করে।
"কিরূপে মারিব অরি, কিসে পরাজয়
হবে সে দুর্বার ; দল" মানসে উদয়
হইল বিবিধ ভাব ; উঠিলা সত্বর
লম্ফ দিয়া বীর দর্পে নির্ভয় অন্তর।

মন্দির তমসাবৃত অনল নিশ্বাস,
বহিছে প্রবল বেগে, করিতেছে গ্রাস
বৈশ্বানর ঔদরিক সতেজে সকলে,
জ্বলিত অলাত প্রায় পার্শ্ববস্তু জ্বলে।
হেরি করে অসি করি অগ্নির ভিতর,
উঠিলা নির্ভীক বীর ছাদের উপর।
পরিচিত বৈরিগণে হেরি পুরীপাশে,
জ্বলিয়া উঠিল তার অন্তর আকাশে
দ্বিগুণ প্রবল বহ্নি,—নয় নিবিবার
সে অনল ; সম্মুখ সংগ্রাম দুরাচার !
এই কি তোদের ? অসহায় হুতাশনে
মারিস্ করাল অরি না পারিলে রণে।
বলিতে বলিতে বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল,
সঘনে ইষ্টকপাত হইতে লাগিল।
তরবারি উষ্ণতর কর দগ্ধ করে,
উত্তপ্ত প্রাসাদ শির পাদ নাহি ধরে।
মরিব পুড়িয়া হেথা কেন অকারণ ?
মারিব দু এক অরি করিয়া চাপন।
এত বলি উচ্চৈঃস্বরে মার মার করি,
বসনে ধরিয়া অসি ভূতল উপরি

লম্ফ দিল ভীম দর্পে. না শঙ্কি জীবনে,
বীরের উচিত ধর্ম্ম রক্ষিতে যতনে।
নিমেষ থাকিয়া স্থির চরণ উপরে,
লইলা নিশ্বাস পরে দৃঢ় করি ধরে,
তরবারি খরধার ঘুরায় সবেগে,
শূন্যমার্গে বৃত্তপথে মহাবীর রেগে।
ঘুরিছে তিমিরাচ্ছন্ন প্রাঙ্গণ ভিতরে,
যথা মেঘমাঝে দীপ্ত বিদ্যুত সঞ্চরে।
ভীষণ জীমূতধ্বনি, ইষ্টক পতন
বধিরিছে মুহুর্মুহু মানব-শ্রবণ।
কে যায় সম্মুখে তার, কে করে গমন
করে যবে সৌদামিনী শূন্যে বিচরণ?
মরিল কএক অরি, অন্যে পলাইল,
জ্ঞানশূন্য বীর তায় নাহিক ধাইল।
চক্রবর্ত্তে সেই স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে;
পড়িল প্রাসাদ ভাঙ্গি তার মস্তকেতে।
মরণ বেদনা নাহি জানিতে হইল,
শ্রান্ত যেন নিদ্রা-ক্রোড়ে সুখেতে বসিল।
এইরূপ বীর ধর্ম্ম করিয়া পালন,
গেলেন সপদি রথে অমর ভুবন।

এইরূপ যত বীর দেশ রক্ষা তরে
মরিবে, যাইবে তারা অমর-নগরে।
যমের আলয়ে যাবে ঐ সব জনা,
অসহায়ে মারে যারা করিয়া মন্ত্রণা।
কাপুরুষ তারা, স্বর্গে নাহিক যাইবে,
চিরকাল যমকুণ্ডে তাহারা রহিবে।

নিশি (সরোবর তীরে)।

শীতল অনিল বয় মন্দ মন্দ ভরে,
তাহে তরুগণ কভু স্বন স্বন করে।
যেন ধীরে উচ্চশির করি নতোন্নতি,
প্রকাশিছে নিজ প্রীতি সমীরণ প্রতি।
কিন্তু শির উত্তোলনে কিরীট হইতে
মাঝে মাঝে হীরাখণ্ড পড়িছে ভূমিতে।
যামিনীর এবে দেখি নবীন যৌবন,
আহ্লাদ সাগরে ধনী রয়েছে মগন।
নক্ষত্র-ভূষণে অঙ্গ সমস্ত ঢাকিয়া,
পরিয়াছে নীলাম্বর যতন করিয়া।
সাজিয়াছে নিশি আজি অতুল শোভায়,
শ্যামকায় তার আর নাহি দেখা যায়।

সম্মুখেতে সরোবর হেরিতে সুন্দর,
নানাজাতি পুষ্প শোভে তাহার ভিতর।
বিকসিতা কুমুদিনী চন্দ্রমা-মিলনে,
দুলিছে সলাজে ধনী পবন-কম্পনে।
এসেছে সুখের দিন নাথের চুম্বন
লভিছে সাদরে পাতি প্রফুল্ল বদন।
পরিম্লানা কমলিনী মিত্র-অদর্শনে,
অধোমুখে রহিয়াছে, চারু বিলোচনে
আসিছে সঘনে অশ্রু ঝরিছে ধারায়,
নাই হেন সরোবরে প্রবোধে তাহায়।
স্মরিছে সুখের দিন স্বামি-সমাগম,
আপন গৌরব তথা, হায়, দুর্বিষম
অবস্থা-অন্তর-জ্বালা ; যে জলপ্রদেশে
পূর্ব্বে রাজ্ঞী মাননীয়া, এই কি গো শেষে
ঘটিবেক ভাগ্যে তব ভেবেছিলে, ধনি ?
রহিবে নিভৃতে তথা আপনা আপনি।
যে সব দর্শক তোমা আসিত দেখিতে,
তৃপ্তিকর রূপ তব কহিত জগতে।
সৌরভ-আমোদে দিক্ করিয়া বিস্তার,
আপন গৌরব সদা করিতে প্রচার।

এখন ঈদৃশী, ওলো! হেরিয়া মায়,
সহৃদয় মোর চিত বিদরিয়া যায়।
কেঁদো না কেঁদো না, ধনি! অশ্রু সম্বরণ
কর, হবে ত্বরা তব নাথসম্মিলন।
বিপদের দিন চির কদাপি না রবে,
আশায় নির্ভর কর, শীঘ্র গত হবে।
প্রকৃতিই গতিশীলা, বিধাতার হাতে
হয়েছে এরূপ সব, পাইবে প্রভাতে
বিভাকর-সম্ভাষণ, যাইবে যামিনী,
সুস্থিরা জগতে কিছু নয়, কমলিনি।
অয়ি শশধরপ্রিয়ে! প্রগল্‌ভ কামিনি!
সপদে রয়েছ বলে তুচ্ছ না সঙ্গিনী।
অনাথা বলিয়া এবে দিনেশপত্নীরে,
অবজ্ঞা কর না তারে পাদ দিয়া শিরে।
সত্য বটে রাজ্ঞী তুমি এই সরোবরে,
রয়েছ এখন, কিন্তু দেখ মনে করে,
পদ্মিনীর পূর্ব্বাবস্থা, করলো স্মরণ,
"কে জানে কাহার কিবা হইবে কখন",

ঘোর অন্ধকার নিশিতে দুই ব্যক্তির
ভূতদর্শন।

হের।—হের প্রভু, হের প্রভু! আসিছে সে দূরে!
হেম।—দেবগণ গ্রহগণ রক্ষা কর মোরে।
ব্রহ্মদৈত্য হও কিম্বা পিশাচ দুর্ম্মতি;
স্বর্গের মলয় আন, নরকের বায়ু;
মঙ্গল ঘটাও কিম্বা বিপদ প্রচুর;
আসিতেছ তুমি হেন জিজ্ঞাস্য আকারে,
আলাপিব তোমা আমি; সম্বোধিব নামে—
হেম, মহারাজ, আর্য্য, রাজনীয়, দেন,
উত্তর্ও আমায় ও ও; দিও না সংশয়ে
বিদরিতে হৃদি মম; কিন্তু বল কেন,
প্রেতকৃত মন্ত্রপূত মৃত দেহ তব
ভেঙ্গেছে পিঞ্জর তার; কেন সে কবর,
যথায় তোমাকে মোরা সুখে নিবেশিত
দেখিলাম; খুলিয়াছে প্রস্তর-অধর,
দূর অপসৃপ্য; তোমা উদ্গারিতে পুনঃ?
কি অর্থ ইহার? যেএ বাসি মৃত তুমি,
পুনরায় পূর্ণ-বর্ম্মে ভ্রম এইরূপে
চন্দ্রমার বিকিরণ; ভীতিময়া রজনী?

দরিদ্রতা।

শুনিয়াছি,—দেবি ! তব রূপের বর্ণন,
বিশেষ বিজ্ঞাত স্থানে নয়ন রঞ্জন।
চঞ্চলমানসসিন্ধু যথা অবিরত
তরঙ্গ উঠিছে ধরি ভাব নানা মত।
সশঙ্ক সদাই যথা চলিছে তরণী,
কখন মেরুর শৃঙ্গে—পাতালে অমনি।
দক্ষিণ বামেতে হয়ে মুহুঃ সঞ্চালন,
দ্রুত বেগে করিতেছে পবনে গমন।
সৌম্য মূর্ত্তি তুমি আসি হইয়া উদয়,
কর সে প্রলয় উর্ম্মি মুহূর্ত্তে বিলয়।
সাধু লোকে তব প্রতি পাতিয়া নয়ন,
জানেন শমিত হবে রিপু অগণন।
করেন তোমারে স্তুতি অঞ্জলি করিয়া,
ঈশের প্রদত্ত তুমি হৃদয়ে ভাবিয়া।
কিন্তু দেবি ! কেন তুমি এ অভাগা স্থানে
সেবক তোমার যেই মাতা বলি মানে;
এ হেন ভীষণ রূপ করগো ধারণ,
বিকটা রাক্ষসী প্রায় ভীমা দরশন।

কর এরে সদা তুমি যাতনা প্রদান,
ত্যজিয়াছে কভু একি তব ক্রোড় স্থান?
দরিদ্রতে! এ কি তব না গাঁথিয়া মালা,
দিয়াছে সুখেরে কভু একটী বা ডালা?

——

রতিবিলাপ।

(কুমারসম্ভব)

প্রজ্জ্বলিত হুতাশন হরের নয়নে
হেরিয়া আতঙ্কে রতি হল অচেতন;
ঘুরিয়া পড়িলা ধনী ধরণী-শয়নে,
"মরিলা প্রাণেশ বুঝি" বলি এ বচন।

কতক্ষণে পুনঃ সতী উন্মীলি লোচন,
উঠিলেন শশব্যস্তে উন্মাদিনী প্রায়,
চারি দিকে চাহি ক্ষণ না দেখে মদন,
নিস্তব্ধে ভূতলে নিপতিত পুনরায়।

যেন কোন স্বর্ণলতা বৃক্ষচ্ছেদ কালে
পড়ি ভূমিতলে পুনঃ প্রভঞ্জন বেগে
উঠিল সহসা শূন্যে, সমাশ্রয় ডালে,
না পেঁয়ে অমনি হল পতিত সবেগে।

অকস্মাৎ বিপদের ঘোর আক্রমণে
হয়েছিলা স্মরপ্রিয়া ভূতলে মূর্চ্ছিতা,
না ছিল ক্ষমতা তার বাক্য উচ্চারণে,
সংজ্ঞাহীনা পুত্তলিকা ক্ষীরসংঘটিতা।

যথা কোন কালকূটবিষমদংশনে
প্রথমে মূর্চ্ছিত পরে যন্ত্রণা প্রদান,
সেইরূপ প্রাণ সম ভর্ত্তার ব্যসনে
অবলা রতিরে এবে করিল কর্ত্তন।

"কি হইল—কি হইল!" বলি উচ্চঃস্বরে,
আছাড়ে মৃণাল তনু মীহরুহ-তলে,
খসিল চিকণ বাস নাহি আর ধরে
যতনে রচিত সেই বনভূষা দলে,

আসিবার কালে যাহা পরিল শ্রবণে,
যে দাম তুলিল গলে শোভিল সুকেশে,
কি ছার কুসুমহার নাহি পড়ে মনে—
আবরিতে প্রকাশিত কুচকলিদেশে।

"কোথা, নাথ! দয়িতারে রাখি একাকিনী,
বিজন গহনে এবে করিলে প্রস্থান।

মুহূর্ত্তেক না হেরিলে বাহিরায় প্রাণী,
জানিয়াও কেন এত যাতনা প্রদান ?

যাও যবে সুরপুরে ইন্দ্রের সদনে,
কাতরা হেরিয়া মোরে, রমণীবৎসল !
রাখি গেলে প্রতিকৃতি তুষিতে নয়ন,
আসিলে নিমিষে সাধি কার্য্য মম স্থল।

কহিলে 'বিরহে তব'—করিয়া চুম্বন,
'হে প্রিয়সি ! নাহি পারি রহিতে কোথায়।'
আনিলে বিপিনে তেঁই সে সব এখন
কিছুই বল না, চুম্ব না, ধরি গলায়।

পথি মাঝে কোন কাজ ক্রোধের কারণ
করি নাই, স্থধুমাত্র আসিবার কালে
অভিমানে ছিঁড়িলাম, করিলা অর্পণ
যেই চিত্র তব, প্রিয়, যা দিয়া ভুলালে

সরলা আমায়, যথা চন্দ্র রাম স্থানে
রাখিতে না পেরে মন্ত্রী কাচ দিলা তায়,
প্রতিবিম্ব হেরি শিশু তুষিলা নয়নে,
ভাবিলা পেয়েছি সত্য চেয়েছি যাহায়।

নাথ প্রভো প্রাণেশ্বর ডাকিনু তাহায়,
না পেয়ে উত্তর কত করিনু মিনতি
তবু নিরুত্তর, কাঁদি ধরিলাম পায়,
ক্ষম এবে অধিনীরে, জুড়াউক শ্রুতি।

কহ কথা, পাই ব্যথা, করি দরশন
কিদৃশ এ ভাব তব, লও মোরে কোলে,
হাসিয়া সাদরে চুম্ব, করহ বন্ধন
আলুলিত কেশ মম, তথাপিও রলে

বাক্যহীন, কহিলাম বিনয়ে বচন
আমা চেয়ে সুন্দরীরে নবীনা যুবতী
হেরি দৈববশে পথে, কামুক মদন,
দিয়াছ কি তারে প্রাণ ত্যজি তব রতি ?

তাই এবে নাহি কর মোরে সম্ভাষণ,
সস্নেহে সাদরে মুহুর্ম্মহু আলিঙ্গন।
পাইবে রূপসী যুনী, পাবে না কখন
দাসী চেয়ে অনুরক্তা ভবে কোন জন।

মোর কাম মোরে ছাড়ি অন্য রমণীরে
করিবেন আলিঙ্গন, এ কথা যখন

অমানিশা প্রায় অন্ধকারি পৃথিবীরে,
আইল মানস-ধামে, সাগর-জীবন

হেন উথলিল অভিমান, ধরাপানে
বিরষবদনা ; ঝরি অশ্রুনীরধীরে,
নীহারে পদ্মিনী যথা মিত্র অদর্শনে,
সহসা তুলিনু আঁখি স্পর্শ পেয়ে শিরে।

হেরিলাম করিতেছ কেশে সংযোজন
প্রস্ফুটিত পারিজাত ইন্দ্রের ভবনে
লভিয়াছ উপহার, প্রিয়ায় অর্পণ
করিতেছ তাহা এবে আনন্দিত মনে।

হাসিয়া মধুর হাসি ধরিলে গলায়,
'বিমর্ষা কেন লো সখি। কেন কোপান্বিতা
সেবক কামের প্রতি, বল লো আমায় ?'
গেল মোর অভিমান, হৈনু পুলকিতা,

পেয়ে প্রিয় আলিঙ্গন, ত্যজিনু ক্রন্দন,
ত্যজে যথা অভিপ্রেত পেলে সুকুমার।
আনন্দে রহিনু ক্ষণে, কহিলে তখন
দুর্বিষম বার্ত্তা তব প্রস্থান আবার,

আকর্ষিতে হর মন। বান্ধিলাম বাসে
শুনি সে বারতা শ্রীচরণ তব, বলি,
দিবনা ছাড়িয়া তোমা যাইতে প্রবাসে,
নিতান্ত যাইবে যদি যাব সঙ্গে চলি।

রাখিব না চিত্ত্রে তব, মোরে সম্ভাষণ
করে না বিরহে তব ডাকিলে কাতরে।
সদাই সস্মিত মুখ অশ্রু বিসর্জ্জন
করিতে আমায় হেরি না ধরে সাদরে।

দয়ালু দয়িত মোর নিষ্ঠুর আকৃতি,
ভবে তার অপযশ করিবে স্থাপন,
হয় যথা লোকে পুত্র পাপিষ্ঠ প্রকৃতি,
গুণবান জনকের অখ্যাতি কারণ।

দিব না এ হেন জনে জীয়িতে জগতে,
পাছে কাম নিঠুরতা এর সন্নিধানে
শিখেন দুর্ভাগ্যবশে ; দূরে বাটী হতে
ছিঁড়িয়া তাহায় ফেলি দিলাম কুস্থানে।

এবে নাথ তার চেয়ে হইলে নিদয় ;
নির্ব্বাক আছিল সেই, গেলে যে ত্যজিয়া

গহন কাননে মোরে; নেত্র নাহি হয়,
দূরে থাক্ আলিঙ্গন, তৃপ্ত বিলোকিয়া।

তোমার প্রদত্ত দ্রব্য করিনু হেলন,
সেই হেতু, প্রিয়! মোরে হলে অদর্শন।
আইস আইস, সখে! জীবিতে কখন
না করিবে রতি আর তোমায় লঙ্ঘন।

ক্ষমাশীল তুমি, প্রভু, জানি চিরকাল
এইবার অপরাধ কর গো মার্জ্জন,
কাঁদিছে কামিনী তব শূন্য বনস্থল,
এস তারে কর ত্বরা সাদরে গ্রহণ।

জানি তব চতুরতা, চূতশরাসন!
বিহারে বিপিনে যবে যেতেম দুজনে,
সহসা সম্মুখ হতে করি পলায়ন
অশোকের অন্তরালে যেতে নির্ব্বচনে।

চকিতে না হেরি তোমা পাগলিনী প্রায়,
অশরণা অশ্রুবারি করিলে বর্জ্জন,
হাসিয়া ধরিতে আসি, পশ্চাতে আমায়,
আজি কেন এত দেরি কর অকারণ?

কোথায় বান্ধব তব বসন্ত সুজন,
তিনিও কি তোমাসহ করিলা গমন ?
করেনা কি কৃপা-রস অবলা ক্রন্দন
কাহারো হৃদয়ে মোরে দিতে দরশন ?

নিদ্রিতা বুবুদ্ধা কিম্বা না করি ধারণ
বাটীতে রয়েছি কিম্বা বসেছি কাননে,
যথার্থ এরূপ কিম্বা করে কু-স্বপন
বিপন্না আমায় এত না করি স্মরণ।

শুনেছিনু দেবকার্য্যে আসিবে প্রবাসে,
প্রকৃত এসেছ কিম্বা নিদ্রায় আমায়
প্রতারিছে সেই কথা, যথা উপন্যাসে
ভূত হস্তে ন্যস্তা করে ত্রাসিতা বালায়।

যে শিব স্মরণে হয় শিব সংঘটন,
তাঁহার সদনে মম অশিব জনন,
হায়রে নিদয় বিধি এ আর কেমন!
বিপ্র-লব্ধা সুনিশ্চয় করিছে স্বপন।

এই মাত্র দেখিলাম ত্রিলোচন করে
অর্পিছে পর্ব্বতসুতা জায়া সহচরী,

মন্দাকিনী-পদ্ম-বীজ-মালায় সাদরে ;
আকর্ণ গৃহীত চারু শরাসন ধরি
রয়েছেন প্রিয় পাশে, আকর্ষিয়া বলে
মৃণাল-কোদণ্ডসূত্র, শায়ক প্রখরে
অব্যর্থ সকল তূণে সংযোজি সে স্থলে ;
ভেদিবারে রসাতল ভারতসমরে

সব্যসাচী সুশীতল সলিলের তরে
ধরিলা ধনুক যথা, ধূর্জ্জটীর চিতে
কাটিবারে সেইরূপ গভীর নির্ঝরে
উমার সমক্ষে বারি মুহুরুদগারিতে।

ভ্রমরের গুন্ গুন্ ভ্রমরীর সনে,
মধুর মৃদঙ্গ রব উঠিছে গগনে,
বিহঙ্গমী নাচিতেছে প্রশাখা আসনে,
হসিত অরণ্যবৃন্দ কোকিলা কুজনে।

বিকসিত নানা বর্ণ কুসুম নিচয়
বিস্তৃত চত্বরে শোভি আলোক অক্ষয়ে
করিতেছে সর্ব্ব দেশ মকরন্দ ময়।
যেমন প্রবীণ শত বিবিধ বিষয়ে

শোভা করি নিজ দেশ, সমস্ত জগতে
করেন বিদিত যশে গৌরব বিস্তার।
তরুর পতিত পত্রে নেত বসনেতে
আবরিত রঙ্গস্থল শোভে চমৎকার ।

দৃঢ়কায় বীরমূর্ত্তি মহীরুহগণে
বসিয়াছে অভিনয় করিতে দর্শন,
বিভূষিতা মণিময় হৈম আভরণে,
কামিনী পশ্চাতে বসি, রাখিয়া বদন

প্রিয়ার স্কন্ধের পরে, নিশ্চল নয়নে
হেরিতেছে জড়েন্দ্রিয়া পুরোবর্ত্তী স্থানে ;
পতির পৃষ্ঠেতে কুচ-কুসুম ঘর্ষণে
(অজ্ঞাতে, হায় রে কোন বাধা নাহি মানে)

আবরণীভূত বস্ত্র নব কিশলয়
খসিয়া পড়িল যদি বল্লভ গলায়
সুনিবদ্ধ ভুজকর লতা নাহি লয়,
স্থাপিবারে স্বস্থানেতে পুনর্ব্বার তায়।

অন্তরীক্ষে উচ্চাসনে বসি সারি সারি
আপন বাহন'পরে দেবাঙ্গনাগণ

দেবসঙ্গে সাগ্রহে হেরিছে ত্রিপুরারি,
কেমনে গৌরীর সনে করেন মিলন।

আরম্ভিল অভিনয়; ত্যাজিলা সতেজে
স্মর তীক্ষ্ণ শায়কেরে সহসা অমনি
কালকূট ভূজঙ্গম, কে জানিত সেজে
থাবিবেক শূন্যপরে দংশিতে অমনি।

স্বপ্নপ্রায় সেই সব পায় প্রতিকাশ;
কি হইল তার পরে না হয় স্মরণ;
কোথা সেই বিলাসিনী কোথা কীর্ত্তিবাস,
কোথাওবা সে সুরকুল শোভিয়া গগণ।

নীরবে নিভৃতে বসি অন্ধকার স্থানে
সহসা বাদ্যের ধ্বনি প্রবেশি শ্রবণে
যথা পরিণেতৃদলে আলোক বিতানে
সাজিয়া বিবিধ সাজে স্বর্ণ-বিভূষণে,

আমোদের স্রোতঃ প্রায় বহিয়া ত্বরায়
রাজমার্গে—স্বর্গে—যথা তারকার কুল
লোলুপ লোচনে কর্ণে দেখায় শুনায়,
পরক্ষণে ঘোরতমঃ-বর্ত্তিকা সঙ্কুল

আবরিয়া সৌদামিনী যেন জলধরে,
সুমধুর বাদ্য স্থানে একটা কুকুরে
কর্কর্কশ নিনাদ করি ক্ষণেক অন্তরে
যে তার উদ্ভব করে হৃদয় পুকুরে,
তেমতি এ বনস্থলী করিছে আমায়।

যদি তুমি প্রাণকান্ত! গিয়াছ চলিয়া
শিখিতে সায়ক ত্যাগ সে কামিনী সনে,
না নিন্দি তোমায় আমি, বিজয়ী হইয়া
আইলে আলয়ে পতি সতি সুখী মনে।

ভেবেছিলে অদ্বিতীয় ধানুকী এভবে
অতুল প্রভাব তব—যথা নিজে গণে
দুই এক নিম্নতরে তুলিয়া উৎসবে
কভু বা প্রবীণ গণ, ক্ষমতা প্রবণে—

অনন্তর বন মাঝে হেরিয়া তাহায়
আপনার অপকর্ষ জানিলে তখন,
পরাজিত সুলজ্জিত ত্যজি গরিমায়
প্রকৃত মহৎ প্রায়, তারে সুগমন

করিলে, শিষ্যের ভাবে থাকিতে বাসনা,
বৃহস্পতি পুত্র যথা শ্রেষ্ঠ শুক্র স্থানে ;
লইতে সঙ্গেতে যদি তোমার ললনা
অমঙ্গল নাহি হত নম্র আরাধনে।

তুষিতাম পতিগুরু দাসীত্ব করিয়া,
লক্ষ্মহীরা পাশে যথা পতির প্রয়াস
লইতাম অনায়াসে সত্বরে লভিয়া
কি মান হইতে দাসী পতি যার দাস।

অই প্রিয় ! এইরূপ বল কত কাল
থাকিবে বিরহে তব কামিনী বিজনে,
প্রণয়িণী প্রাণ যেই তোমায় মিশালে,
কেমনে বাঁচিবে হায় মুহুঃ অমিলনে।

আসিব পশ্চাতে তব, অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া
যবে পরিণয়ে মোরে করেছ স্বীকার,
কিমতে ত্যজিয়া অর্দ্ধ যাইবে চলিয়া,
দক্ষিণ সরিলে বাম সুস্থির কাহার।

অহ মহীরুহ পতি ! সম্বোধি তোমায়,
বিপিনবাসিনী এই কামসহচরী

সকাতরে নিবেদয় যাইয়া কোথায়
পাইব নাথেরে পুনঃ, কিবা অনুসরি।

বহুকাল তব মূলে কোদণ্ড ধরিয়া
ছিলেন ধানুকী হেথা ; অনুগ্রহ করি
বিজনে বিভ্রান্ত জনে পথ দেখাইয়া
দেবতার প্রীতি লভ, ন'লে আমি মরি।"

"আমি মরি" এই কথা বলিয়া তখন,
বৃক্ষমূলে চাহিলেন চারু বিলোচনে,
ভস্মময় কামতনু হইল দর্শন,
বহিল সলিলধারা যুগল নয়নে।

ইন্দ্রিয় অচল তার, নেত্র অস্পান্দিত,
ব্যক্তপ্রায় চিত্ত তার কাঁপিছে সঘনে,
নির্ব্বাক ক্রন্দনশীল প্রস্তরে খোদিত,
ম্লানা তবু রমণীয়া রতি সেই স্থানে ;

সমস্ত বাহ্যিক জ্ঞান হারাইয়া ধনি,
সহসা শিরেতে বজ্র নিপতিত প্রায়,
এক মুখে রহিলেন কামৈক-নয়নী ;
শোভিতে লাগিলা যেন স্বর্গীয় বিভায়।

নয়ন প্রতীম তার আস্য কমনীয়,
সুনিল কবরী মাঝে বিদ্যুৎ লীলায়,
ঢাকিল গগণ পৃষ্ঠ নিবিড় স্বকীয়
কেশাবলী মেঘ দলে প্রসারিয়া কায়।

প্রবল পবন বলে নাশিতে সৃজন,
হইবে বিমানে যথা হরের কারণে
সংহার হইতে অন্তে ; করি নিরীক্ষণ
পরক্ষণে হেরিলাম ঝটিকা ভীষণে ;

ভর্ত্তৃনাশ নাম তার—আর্ত্তনাদ ধ্বনি—
জলদ সুনীল নেত্র তিতিয়া ধরায়,
ইন্দ্র নয় বোধ হয় ইন্দ্রের রমণী
হইবেন অধীষ্ঠাত্রী এ মেঘ মালায়॥

আছাড়িয়া বিনোদিনী করিছে ক্রন্দন,
বহিছে নয়ন-ধারা হিমানী-পতন,
শোভিছে সহাস্য-শশী মলিন বদন,
আলুলিত কেশ-রাশি সুনীল গগন॥

পলায়িত কাম সখা ; রতি একাকিনী,
ভ্রমর গুঞ্জন নাহি করে সেই বনে,

নীরব বিহঙ্গকুল, পুস্পিতা ধরণী
বিধবার প্রায় রহে ত্যজি বিভূষণে ॥

এই কি তোমর তনু সুন্দর গঠন
ভস্মময়, হে বল্লভ ! হইছে দর্শন ?
হেরিয়া যাহায় মোর মোহিত নয়ন,
তাহাই কি হেথা নাথ রয়েছে পতন ॥

একবার উঠ, প্রভো, ধরিগো চরণ,
তরুতলে ধূলি' পরে করনা শয়ন,
আইস কুসুম শয্যা করিব রচন,
কঠিন মৃত্তিকা গাত্রে দিতেছে বেদন ॥

বীনার মধুর ধ্বনি, রমণী নর্ত্তন,
সুগন্ধি আতর, পুষ্প-বাসিত জীবন,
যে মধু সঙ্গীত আদি-রসেতে গঠন,
যে সব বাসিতে ভাল পাইবে এখন ॥

আইস সুরায় দোঁহে করিয়া সেবন,
অকাতরে করো তুমি আমায় চুম্বন,
উঠগো উঠগো দেরি করনা এখন
সাধিতে সাধিছি আমি, উন্মীল লোচন ॥

এস এবে যাই দোঁহে মোরা উপবনে
সতত তোমার সখা রহেন যথায়,
ধরিবে আমার করে, যাব দুই জনে
চারিদিকে নিরখিয়া কুসুম মালায়॥

পুষ্পের বিবিধ বর্ণে তুষিবে নয়নে,
কোকিলের কুহুরবে ভ্রমর গুঞ্জনে
প্রমোদিত করিবেক তোমার শ্রবণে,
শরীর শীতল হবে মলয় পবনে॥

বকুলের হার আজি করিয়া রচন,
আইস, নিশ্চয় আমি দিব তব গলে,
আপনি তুলিয়া আনি করিয়া আসন
বিকসিত কুসুমেতে বসি এক স্থলে;

যাহাতে তোমার প্রীতি হয় গো মদন,
তেমনি করিবে তুমি ত্যজিয়া লজ্জায়,
থাকিবেক রতি তব বিলাস বচন
কহিবেক নব নব শুননি যাহায়।

গিয়াছে ধনুক তব বহ্নিতে পুড়িয়া,
অন্য ধনু সখা তব আনিবে এখন,

চূততলে গিয়া আমি আপনি তুলিয়া
আনিব অঙ্গুরী যত সায়ক কারণ।

উঠ প্রভো! আর দেরি করনা এখন,
অভিমানে থাকিতাম শুইয়া সংস্তরে,
সাধিতে আমায় তুমি ধরিয়া চরণ
কহিতে বিনয় বাক্য মৃদু মৃদু স্বরে।

এবে বুঝি সেই শোধ লইছ আমায়;
গাত্রোত্থান কর প্রিয়, যাইগো আলয়ে,
বহুক্ষণ আসিয়াছি, বিলম্ব হেথায়
অধিক উচিত নয়, আসিব সময়ে।

রূপজীবা নগরীতে সহস্র ললনা
জিনিয়া শরদ শশী রূপে ব্যাপ্ত করে,
পান করি সুরারস তোমায় অর্চ্চনা
করিছে একান্তমনে সভক্তি অন্তরে।

চল যাই সেই সব ভকত সদনে,
ত্যাজিয়াছে যারা সব তোমার কারণ,
ছিঁড়েছে সংসার-রজ্জু, সব বন্ধুজনে
ছাড়িয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম করেছে গ্রহণ;

সম্মান, সুখ্যাতি ধর্ম্মে পূরিয়া অঞ্জলি
পূজেছে তোমায় তারা, তব অদর্শনে
করিবেক হাহাকার, অতএব বলি
সদয় হইয়া চল সেবক সদনে।

রাজা তুমি রাণী আমি এ ভবমণ্ডলে,
তব হেতু করে মোরে সকলে সম্মান,
তোমার বিহনে কেহ কৃতদাসী বলে,
আপন আবাসে মোরে নাহি দেয় স্থান।

অই দেখ বন্ধু তব উদয় গগণে;
নেত্রজলে ধরাতল করিয়ে সিঞ্চন,
দুঃখেতে দূরেতে সব ছুড়ি আভরণে,
ম্লান মুখে চাহিয়াছে তোমার বদন।

যেখানে থাকিতে তুমি দেখিলে উহারে
ত্বরায় আসিয়া রঙ্গে দিতে আলিঙ্গন
সঙ্গে আমি না থাকিলে কাতরে তোমারে
প্রেয়সী মঙ্গল চাহি করি উচাটন,

অনুরোধ করিতেন আমায় লইতে
কেন না চঞ্চল তুমি রাখি অধীনীরে

সদাই সুরম্য স্থানে চলিয়া যাইতে ;
কিন্তু তথা গিয়া মোরে করিয়া স্মরণ,
অকৃত্রিম প্রণয়ের দিতে নিদর্শন ;
কখনও ছিলে না তুমি এখন যেমন ;
না এস নিকটে আমি করিলে ক্রন্দন।

আমি যদি অপরাধ তব শ্রীচরণে
করে থাকি অজ্ঞতমা, শশাঙ্ক কখন
সে দোষে নহেন দোষী ; তাঁহার কারণে,
একবার উঠ প্রভো করহ মিলন।

আসিবে নিশ্চয় তুমি এর আগমনে,
এই হেতু কত লোক যুবতী লইয়া,
কুসুম উদ্যানে আছে নিযুক্ত ভ্রমণে,
কেহ বা প্রাসাদ' পরে, গাইছে বসিয়া

তব আগমনী গীত শুভ এ সংসারে,
রাজআগমনে যথা ভক্ত প্রজাগণ
সুসজ্জিত বিভূষণে আনন্দসাগরে
স্নান করি গাত্র মাজি অগুরু চন্দনে।

চল যাই সকলেই ভাবিয়া কাতর
দেখা দেই দর্শনেচ্ছু সেবক বৃন্দেরে
তুমি অগ্রে না থাকিলে আমায় আদর
কেহই করে না কভু হেরে না সাদরে।

কোথায়, বসন্ত-সখা! এস না এখন
তুমি এসে মদনেরে কর সচেতন,
রতির অসাধ্য ক্রিয়া, একটী বচন
বলিলে বান্ধব তব লইবে আসন।

বিশুদ্ধ মৈত্রতা তব; মোর অসময়ে
পতি ভস্ম পাশে করি বিদেশে বিজনে
একাকিনী নিশিমাঝে শোকার্ত্ত হৃদয়ে
রাখি মোরে অখ্যাতি কি লইবে ভুবনে?

যখন ছিলেন প্রভু, সহোদর প্রায়
প্রাণে প্রাণে বাসিতেন প্রণয় তোমার
থাকিতে সতত দোঁহে রসের কথায়,
কখন দেখিনি তুমি বিকট তাহার।

এবে তার অন্ত হল বিধির বিপাকে
সাধিতে দেবের কাজ পুণ্য উপক্রমে—

পর উপকার তরে, পাপেতে তাহাকে
নিযুক্ত দেখনি তুমি কদাপি না ভ্রমে।

নারী তার এই বনে করিছে ক্রন্দন
অনাথিনী সঙ্গী তুমি আছিলে তাহায়
এই জন্য চাহে তোমা করিতে দর্শন
মরিবে পতির বন্ধু হেরিয়া তোমায়।

বর্ষপরে, বোধ হল, সেই মহাবনে
আইলা বসন্ত ধীরে, দেখিলা নীরবে
দুঃখেতে বিদীর্ণ হৃদি কম্পি ঘনে ঘনে
নিশ্বাসিয়া মুহুর্মুহু না হেরি বান্ধবে।

যার সঙ্গে পূর্ব্বে ছিল বিমল প্রণয়,
সঙ্গিনী সুবর্ণলতা ধরণী উপরে
রৌদ্রতাপে ম্লানমুখী অর্দ্ধ মৃতাপ্রায়
রহিয়াছে প্রিয়সখা চরণ গোচরে।

করিয়াছে চিরকাল ক্রীড়া যার সনে
এবে সে অনঙ্গ নাহি দেখিছে নয়ন
স্থির বারিধর হেরি অল্পশঙ্ক-মনে
একত্রে আছিল দোঁহে পূর্ব্বে এ কানন

নিরখিয়া উল্লাসিতা ময়ূর জননী
আপন লাবণ্য সুখে করিল প্রকাশ ;
(সহসা সমুদ্র যথা সুন্দর, তখনি
প্রলোড়িত হয়ে করে জীব-সর্ব্বনাশ,

অথবা নরেন্দ্র এবে সহাস্য বদনে
আলাপন করি, অনুপল নয় যেতে
যমের সদৃশ হয়ে কোপিত বচনে
নাশিতে নিযুক্ত করে সন্নিধ চরেতে)

বরষিলা বহ্নি চিত-ভেদী বধিবারে,
গেল সে গিরিশ চলি, আতঙ্কে আবাসে
পলাইলা শিখিজ্ঞাতা, ঘোর অন্ধকারে
আবরিল অরণ্যানী ; সবে ঊর্দ্ধশ্বাসে

আপন আশ্রয়ে গেল, আশ্রয় ভস্মিত
অসহায়া, ধরাতলে, চরণ গোচরে
পতির, সে বন মাঝে ; যোজন বশত
অর্দ্ধমৃতপ্রায় তথা, প্রণয়ের তরে

কাঁদিছে কামিনী যত, বান্ধব কখন
শতাংশ না বুঝে তার, বিধির কৌশল

হেরিয়া বিস্ময় হয়, যাহা বিয়োজন
দরশন করি মোরা, রাখি এক-স্থল

যোজিত অধিক দেখি ; ইষ্টকে ইষ্টকে
কভু কি মিলন তত, কর্দ্দমে যেমন ;
সুদৃঢ় পুরুষ যদি, কদাচিৎ লোকে
কাচেতে কাচেতে লগ্ন, কিন্তু না তেমন

বিনোদিনী-নম্রচিতে সংযোগ যেমতি ;
বিভিন্ন বিদ্যুৎ যথা—করে আকর্ষণ
বিভিন্ন মানব মন ; এইহেতু রতি
উন্মনা মদন নাশে—চাহিছে শমন—

কহিছে গ্রহণ কর, দেব সর্ব্বভুক,
সর্ব্বভুক চিতে মোর বিরহ আকারে,
নাশহ আমায় ত্বরা ; সকলে দেখুক
কাম বিনা রতি নাহি জীবে এ সংসারে।

মস্তক আমার ছিন্ন ; মূঢ় দুরাচার
স্বর্গবাসী নিজ তরে—রাজ্য অভিলাষে
সুখ সম্পদের তরে ; যথা ব্যাভিচার
তরে রাজা অত্যাচারী, আনিয়া আবাসে

সুখ হেতু, কুলাঙ্গনা, পতির জীবন
আপন অধীন বলে ; কাঁদিলে কাতরে
না ত্যজে তাহায় কভু ; ধন অগণন
দিব তোমা পুরস্কার কহে যেই স্বরে

ইন্দ্র এ দ্বন্দ্বেরে কহি ; পূজিয়া আদরে
চন্দনে নন্দন-শোভা-পারিজাতদলে
বন্ধুদলে কুতূহলে কুশলের তরে
দিলা বলিদান বলে মহেশ্বর স্থলে

নিরীহ মিথুন যেই প্রান্তর ভিতরে
নবতৃণ আবরিত স্বর্ণ শলাকায়—
বিভূষিত বসু-শেষ দশম সমরে
প্রখর সায়কে যথা ; বসন্তের বায়

ভূঞ্জি মহাসুখে হায় করিত চরণ,
কি হেতু আনিয়া তারে করিয়া ছলনা
বধিলি পামর তোরা ; মঙ্গল কারণ
পর অমঙ্গলপর—এ সব যাতনা

কভু কি বৃথায় যাবে ? ক্ষীণ অশ্রুজল
দুর্ব্বল কি বল মূঢ় ? ঘোর অত্যাচারে

ঘনশব্দে যথা বারি বহে অনর্গল,
অকুশল স্বর্গে হবে বিষতৃণাকারে ;

গরল হেরিবি অবিরল ; কোন হেতু
গরল-অশনে দিলি মানস-আসনে ?
নির্ব্বোধ নির্জ্জরগণ। ইচ্ছি ধূমকেতু
আবাসে কে লয় বল এই ত্রিভুবনে !

তরিতে তারক-হাতে বীরতা বিহীন,
বিরামে অমরাবতী বসিতে বাসনা,
ধিক্ রে অমরজাতি গৌরবে প্রবীণ
সংসারে হইতে তব কিহেতু প্রার্থনা ?

সুখে তর রামা প্রায়, নন্দন কাননে
পারিজাতবিভূষিতা অপ্সরী লইয়া,
বিলাস বিগতি হের, ললিত কূজনে
শ্রবণ মোহনে রত—সতত চাহিয়া

সুন্দরীর মুখপানে, করিবারে পান
সুধারস সুধাকর বদনে তাহার,
গুরুপত্নী—প্রজাপত্নী নাহি কোন জ্ঞান.
ইচ্ছায় উন্মত্ত সদা—পশু ব্যবহার—

পরম দেবতা নামে—পুষ্প অভিধান
দুর্গন্ধে প্রকাণ্ড যথা কুসুম যাবার,
ধিক ধিক বাসনা বসিতে উচ্চস্থান
বীরের তরেতে যাহা, এ নারী সবার!

নারী স্থদু নয় কর্ম্মে, ভীরুতায় মনে;
স্বকার্য্যে রক্ষিতে যাহা অক্ষম পামর,
পরের বিনাশে তাহা সাধ কি কারণে?
রহিবে জগতপতি যদি পুরন্দর

গৌরবে প্রধান সবে, প্রণম্য ধরায়,
প্রাণেশে না বধি তুমি হর-সন্নিধানে,
আইলে আপন বেশে কস্তুরিকা কায়
বিভূষিত যুনীসম—সহাস্ত বয়ানে—

ইলার শাপেতে হত সম্পূর্ণ বাসনা,
তারকের বামে তুমি বসিতে নিশ্চয়;
প্রধান মহিষী তার, কত আরাধনা
নিশিতে করিত রাজা ধরি পদদ্বয়॥

হৃদয় তোমার আর্দ্র হইত সেবনে।
এইরূপে ভর্তৃনাশে কামের রমণী

একাকিনী বিলপন করে যবে বনে
বসন্ত সুমন্দগতি আইলা তখনি ॥

হেরিয়া বদন তার—বল্লভ সখায়—
পুনঃ আরম্ভিল খেদ মদনললনা
অধিক করুণরসে—যাত্রাবাল গায়
নিশি শেষে প্রভু যবে আসেন তথায় ॥

নয়ন নির্ঝরদ্বয় সলিল ক্ষেপণে
বিরত হইতেছিল, পুনঃ অনর্গল
ভাদ্রমাসে মেঘ যথা ত্যজিল সঘনে
মূষলধারায় বারি প্লাবি বনস্থল ॥

কমনীয় চিত্তবৃত্তি ভবভূতি প্রায়
বর্ণিয়া ললিত রসে প্রাণেশ নাশন,
নিস্তেজ হইতেছিল, শীতের সময়
সাপিনী যেমতি পুনঃ মধু-দরশন

হইলে, মদনকান্তা করিল ক্রন্দন।
স্বামিসহচর হেরি সুখ সমুদয়
সকলে একত্রে যাহা করেছে ভুঞ্জন,
আইল স্মরণে তার ; হইল উদয়

যখন যেখানে যেই ভাবে আলিঙ্গন
করিলা বল্লভ পূর্ব্বে ; কহিলা যে বাণী
হাসিয়া মধুর সনে ; বীরত্ব আপন
দেব দৈত্য পরে গর্ব্বে সমস্ত বাখানি ॥

“মানিনী যুবতী সখে ভ্রমণ সময়
হেরিনু সুন্দরী এক উদ্যান নিকটে,
মারিলাম এক শর—করে ধরি লয়
তুলি তাহা উহু বলি—কিন্তু নাহি টুটে ! !

কহে “পতি বিদেশেতে, এস না মদন,
করো না প্রহার মোরে” শুনিয়া তখনি
ত্যজিনু অপর বাণ—কুঞ্চিত নয়ন
কহিলা সে বালা কোপে (সুধাংশুবদনী)

মরি মরি ইচ্ছা হ’ল করিতে চুম্বন,
অচেতন হইলাম পড়িয়া ধরায়,
সায়ক চূর্ণিত হল, নিরস্ত্র মদন,
আসি বিনোদিনী পদে ঠেলিল আমায় ! !

অপমানে ইচ্ছা ভঙ্গ পরাস্ত সমরে
প্রবল বীরেশ যথা দাসগণে সনে,

আইনু আবাসে আমি। খরতর শরে
বাছিয়া লওহে সখে যাই দুই জনে,
না আসিতে পতি তার, দেখাইব আজি
সতীত্ব কেমনে রাখে মোর বিদ্যমানে।

সরলা অবলা—ধিক—চল দোঁহে সাজি
আনিগে সে রত্নে ভাই, রতিরে এ কথা
জানিও না, চুপে চুপে যাইব এখন।
(কিন্তু আমি অন্তরালে) পাই বড় ব্যথা

সংসারের ভাব দেখি, পূর্ব্বেতে যখন
যাইতাম বিচরণে, বাঁধিতাম সবে
দাসত্বশৃঙ্খলে দৃঢ়, দেশ অগণন
উচ্ছিন্ন করেছি আমি, আমার আহবে

ছিল না এ ভবে জন হয়নি পতন!।
নরপতি বলি খ্যাতি যেই নীচ জন
ধরে এ জগতে, ভ্রাতঃ, আমার আজ্ঞায়
ষোড়শী বালিকা পদে করয়ে স্তবন—

নরেশ দাসীর দাস মোর মহিমায়॥
ধর্ম্মে, কর্ম্মে, হিতাহিতে, বিদ্যা আলোচনা,

যে কার্য্যে নিযুক্ত যেই, আমার স্মরণে
জ্ঞানশূন্য শশব্যস্ত পাসরি আপনা,

কৃতাঞ্জলি উপস্থিত আমার সদনে ॥
প্রবীণ প্রাচীন ওই, যুবকের দলে,
গম্ভীর বিকটমূর্ত্তি শান্তিশতকেরে
পাঠ করি উপদেশ দেন কুতূহলে,

বলিলে কন্যায় ধরে গ্রন্থ ফেলি দূরে ॥
অধিক কি বলি, সখে, সকল তোমায়,
কি কব ক্ষমতা মোর, সজনে বিজনে
নাহি হেন জন কেহ না ভজে আমায়,

বিদ্ধ মন নহে যার মদনের বাণে ॥
কামিনী চরণে ক্ষিপ্ত জড়পিণ্ড প্রায়
অপমানে অশ্রুজলে বিষণ্ণ বদন,
আসিছি আলয়ে আমি দেখিনু তাহায়

সহস্র দিবস পূর্ব্বে দেখেছি যাহায় ॥
জ্বলিল শরীর কোপে করি হায় হায়
অপদস্থ হইলাম এত দিন পরে,
সংসারের রাজা আমি কহি দুঃখ কায়

আমায় অগ্রাহ্য করে ক্ষুদ্র দুটা নরে ॥
শরশূন্য, বজ্রসম তার কলেবরে,
কি করি প্রহার ক্ষণ করি নিরীক্ষণ
আইনু চলিয়া ধামে ; অদ্যের সমরে

বাঁধিব তাহারে প্রাণে, নচেৎ মরণ
জানিবে সখার তব অসীম ঘৃণায় ।
মধ্যে মধ্যে দেখা হলে ধরি শরাসন
মেরেছি হেলায় তারে এই ভাবনায়

সহজে সেবিবে সেই আমার চরণ ॥
যৌবনে করিছে ধীরে প্রস্থান এখন,
বুঝিবে মদন কে বা, বালক যখন
অজ্ঞান তখন ছিল, আমি প্রভুজন

জানেনি যদ্যপি, তাহা করিব মার্জ্জন ॥
কিন্তু সে স্বাধীন হবে শুনিয়া বারতা,
গেলাম সশস্ত্রে বেগে করিনু প্রহার
চোক চোক শর মম, ক্ষণ সহি ব্যথা

কহিল রহিবে দাস আমা দোঁহাকার ॥
কিন্তু দুষ্ট অসাক্ষাতে ভুলিল সকল

আশ্রয় লইল দুর্গে, সমভূমিতলে
না আসে সাহসে কভু রঙ্গরসস্থল ;

চতুর দেখিনি হেন এই মহীতলে ॥
এইরূপ বিনয়িয়া করিলা ক্রন্দন
বসন্ত সকাসে রতি, কল্পনা সদন
কবি যথা নিজ মনে করি নিঃসরণ

মনোদুঃখ ধূমরাশি—যন্ত্রণা কারণ—
কহিলেন অবশেষে, প্রিয়-সহচর,
যাইব নাথের পাশ হেন আশ মনে ;
অতএব কর তুমি সংগ্রহ সত্বর

শুষ্ক দারু রাশি,আমি যাই নদী স্নানে।
জ্বালিবে প্রবল বহ্নি, নিমিষে যাহায়
অন্ত হয় দেহ মম, কি জানি কি করে
সুরবালা অসাক্ষাতে, ভুলিয়া মদন
সে সবের স্নেহপাশে পাছে বদ্ধ হয় ;
চতুর তাহারা পরপুরুষে মনন,

বালক মিষ্টান্নে যথা সতৃষ্ণায় রয় ;
আমি ত সেমত, হায়, বিনা পঞ্চবাণ !

ওরে বিনা সেই শান্ত মনোহর ছবি—
কি হল আমার বুঝি বাহিরায় প্রাণ !

বসিলা ঘুরিয়া রতি ; আছে কোন কবি
পারে প্রকাশিতে দুঃখ তার ; বর্ণিবারে
অন্ধকার নয়ন মুদিলে যেই হয়।
বেসেছ তুমি কি ভাল এমতি কাহারে

যার মুখ সদা তব স্মৃতিপটে রয় ;
যাহার মধুর বাণী শ্রবণ বিবরে
সুললিত সুর প্রায় আনন্দ কারণ ;
ইচ্ছা হয় রাত্রি দিন যারে বক্ষে করে

অন্তরের সব তাপ কর নিবারণ ॥
যদি তবে বুঝিবেক, যদ্যপি কখন
শুনে থাক তার আর হবে না দর্শন !
দুর্ব্বল পথিক যথা জ্যৈষ্ঠ ভানু করে,

পড়েনি কি সে বারতা শুনি তুমি ঘুরে ?
ক্ষণেক বসিয়া রতি হইলা সবল,
ধীরে ধীরে চলিলেন অভিষেক তরে ;
নাহি জলক্রীড়া তার, না চাহে কমল

তুলিতে আগ্রহে আজি লতে কেশপরে।
চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া যখন
অগ্নিকুণ্ডে শমিবারে বৈধব্য যন্ত্রণা
মদন ললনা যায়, আকাশে তখন

হইল এমত বাণী "মর না মর না॥"
বসন্ত কহিল শুন—শুনে রতি পুনঃ
"পাইবে প্রাণেশ তব প্রাণ রাখ যদি
কামকান্তা, স্বামী তব বাঁচিবে যখন

মিলিবে মহেশ গৌরী কৌতুক সঙ্গমে॥
মরণ তাহার জেনো নিয়তির ক্রমে।"
দৈবের আশ্বাস বাক্য না করি লঙ্ঘন
তপস্যায় রতি গেল করিতে যাপন।
মনদুঃখে বসন্ত ফিরিল নিজ দেশে
ভাবিয়া প্রথম কথা, কিবা হল শেষে॥

বসন্তের আগমন।

বসন্তের আগমন করি ধরা দরশন
সাজিতে লাগিল নিজমনে।

বিনাইল চুলগুলি পরিল আটী কাঁচুলি
মুখশশী দেখিল দর্পণে ॥
পরিল সিন্দুর রেখা চাহিল কিঞ্চিৎ বেকা
দেখিল কেমন দেখা যায়।
বিকসিত ফুল যত অশোকাদি নানামত
দিল চুলে, পরিল গলায় ॥
কোনগুলি আশে পাশে কোনগুলি কর্ণদেশে
কভু নাকে লইল আঘ্রাণ।
মৃদুস্বরে সখীগণে কয় ধনী স্মেরাননে
"ওলো সখি কর শুনি গান ॥
আসিছেন অই নাথ লয়ে প্রিয় সখাসাথ
প্রেয়সীরে করিতে দর্শন।
নিরন্তর যত্নে রহ আর সকলেরে কহ
যেন হয় বসন্ত রঞ্জন ॥"
"কোথা লো বনমালিকে! শুনি যালো এইদিকে
শীঘ্র আয় বিলম্ব না সয়।
রাখ লো গজেন্দ্রগতি করি তোরে এ মিনতি
অশ্বগতি এবে সখি আয় ॥"
"কেন সখি এত ত্বরা কর আজি, ওলো ধরা
বুঝি তব বসন্ত আসিবে?

তব বেশভূষা হেরি তাই আমি মনে করি
শুনেছ কি আসিবেন কবে ॥
বেণী ভিন্ন কেশপাশ কটিতটে ছিন্নবাস
মুখপদ্ম অন্ধকারাবৃত।
সকলই শোকময় এত দিন তবালয়
নৃত্য গীত আমোদ রহিত ॥
এবে দেখি ভাবান্তর আনন্দের রত্নাকর
প্রবহিছে তব নিকেতনে।
যত দাস দাসীগণে স্বামিনী সহর্ষ মনে
নিহারি, ভ্রমিছে সুখে বনে ॥
ডাকিতেছে পিক ডালে মিলাইয়া তালে তালে
জ্বলাইয়া বিরহীর চিত।
বহিছে মলয় বায় প্রফুল্লিত করি কায়
উদ্ভবিয়া ভাব সুললিত ॥
বিকসিয়া ফুলদলে যেন চুপে চুপে বলে
লও তুলি দেও প্রিয় গলে।
সুবাসে সমস্ত বন পরিব্যপ্ত এইক্ষণ
প্রাবৃটে পৃথিবী যথা জলে ॥
করি করে শরাসন ঘুরিতেছে অনুক্ষণ
অনঙ্গ রক্ষক এই স্থানে।

কে হেন শরীর ধরে এ বন প্রবেশ করে
আসিলেই মরিবেক প্রাণে ॥
যা হক্ লো প্রিয়সখি তোমায় নিরখি সুখী
শান্ত হল সন্তাপিত মন।
বল্লভ বিরহে তব অসহ্য যাতনা সব
মম চিত্ত করিত দহন ॥
ভগিনি, তোমার ক্লেশে আমি কিলো ভালবেসে
হেসেখুসে পেরেছি থাকিতে।
মুখ তব জ্যোৎস্নাময় বিচ্ছেদ রাহুর প্রায়
কাল করি, দুঃখাইত চিতে।
এবে এস সবে মিলি আমোদে প্রমোদে কেলি
করি গিয়া সরোবরকূলে।
তথায় আমার বন হইতেছে সুশোভন—
ব্যাপ্ত গন্ধ নানাবিধ ফুলে ॥
ভ্রমর ভ্রমরী তথা গাইছে মধুর কথা
ঝঙ্কারিয়া সুরস রাগিণী।
শুনিলে শ্রবণ তব তৃপ্ত হবে, চিত দ্রব
হৃষ্টা হবে বসন্ত বর্ত্তিনী ॥
রচি মালা সুচিকণ দিব তোমা ততক্ষণ
রম্য পুষ্প সংচয়ন করি।

পরাইবে পতি এলে থাকিবে বসন্ত ভুলে
ফুলে তব ওলো সহচরি ॥”
“কুসুমে হইত যদি তা হলে কি নিরবধি
বিরহযন্ত্রণা তার তরে।
অভাগিনী লো সহিত সখী তার তুলি দিত
দেখিত না মাসেক বৎসরে ॥
কেন বলো ওলো আলি মধ্যাহ্নে কমলকলি
হেন হল ফুল্লকলেবর ॥
রোমাঞ্চ হইতে মোর একি লো বিপদ ঘোর
কি জানি কি হয় এর পর ॥
কেন তব মৃদু হাস কহ না করি প্রকাশ
এ ভাব উদয় মোর কেন।”
“পশ্চাতে দেখ চাহিয়া নিশাপতি লুকাইয়া
কুমুদীরে প্রীতি করে দান ॥”
“চিনেছি চিনেছি তোমা ভুল তুমি প্রিয়তমা
প্রিয়তমা মাত্র অভিধান।
তা হলে ত্যজিয়া মোরে কখন এরূপ করে
থাকিতে না দূরবর্ত্তী স্থান ॥
ছি ছি সখী সন্নিধানে লজ্জা কি গো নাই মনে
কৃপা করি এবে ছাড়ি দাও।”

"বাধা যদি সখা তরে তবে আমি যাই দূরে
সুখেতে তোমরা দোঁহে রও ॥"
"না লো না বনমালিকে, যেওনা আমায় রেখে
এঁর সনে থাকিব না আমি।
তোমরা প্রণয়ীজন ভালবাস অনুক্ষণ
নাহি চাহি হেন ক্রূর স্বামী ॥
"এত কোপ কি কারণে বল ওলো সুলোচনে
অপরাধ করেছি কি কোন ?
তুমি সখী দাঁড়াইয়া অনুগ্রহ প্রকাশিয়া
মোরপক্ষ কর সমর্থন ॥
আমি এর ক্রীতদাস করাও তুমি বিশ্বাস
মোর কথা না লয় শ্রবণে।
প্রেমবারি অভিলাষে আসিয়াছি এর পাশে
তৃষ্ণাতুর চাতক—গগণে ॥
এই নবপয়োধরে যে শীতল সুধা ক্ষরে
সেই মোর কেবল জীবন ॥
তাহা ভিন্ন অন্য স্থানে বিদরিয়া গেলে প্রাণে
নাহি করি কদাপি গ্রহণ ॥
ইন্দ্রের নন্দনবন যথা থাকি অনুক্ষণ
তথা কত রহে অধোমুখী।

ইচ্ছা যদি করি মনে তা হলে প্রমোদবনে
সদা পারি থাকিবারে সুখী ॥
শীতল সবারি কায় স্পর্শিলে দেহ জুড়ায়
নিরন্তর সহি প্রলোভন।
পুষ্পিত তরুর তলে বসে তারা রসে ঢলে
শীলা'পরে লইয়া আসন ॥
স্বচ্ছ আবরণ দিয়া দেখি আমি নিরখিয়া
নবাঙ্গের কান্তি রমণীয়া।
ললিত সঙ্গীত স্বরে যেমতি সখি সিহরে
তেমতি সিহরে উঠে হিয়া ॥
রসে তারা টল টল সকলে কিবা বিমল!
কমলের পরিমল গায়।
সুবাসিত করে সবে নানা পুষ্প গাত্র শোভে
প্রদীপিয়া ভোগের ইচ্ছায় ॥
সকলে অন্তর হলে দেখি আমি কুতূহলে
তহাদের হাব ভাব যত।
নিভৃতে আমার পানে তারা কভু সঞ্চালনে
মীন নেত্র না হয় বিরত ॥
লোক ভয়ে লুপ্ত হয়ে যাহা ছিল, এ সময়ে
অনায়াসে নির্ভয়ে চালায়।

কিন্তু যদি প্রাণ যায় তথাপি তারা আমায়
অঙ্গস্পর্শী না করিতে পায় ॥
ইনি অতি দয়াবতী ইচ্ছা হলে সবাপ্রতি
বিতরেন আনন্দ-অপার।
আমি ইনি না হইলে প্রাণ প্রায় বাহিরিলে
না করি কখন ব্যভিচার ॥
প্রবাসী বলিয়া দোষ বৃথা মোর প্রতি রোষ
বাস্তবিক আমি তাহা নয়।
আপনার আচরণ করি সদা নিরীক্ষণ
ভাবে সেইমত সমুদয় ॥
সখি,— ইহার কি দোষ দিব, ললাট কি খণ্ডাইব
পরভৃৎ আমরা সকলে।
বিদেশে প্রভুর স্থানে থাকি সদা সাবধানে
ত্রুটী হলে কত কথা বলে ॥
কিসে তিনি তুষ্ট হন তাহে সচিন্তিত মন
নিদ্রা ভোগ সকল ত্যাজিয়া।
তথাপিও পরচিত করিবারে হরষিত
নাহি পারি এরূপ করিয়া ॥
বাটীতে আসিলে সতী কোপেতে বিরক্ত অতি
নাহি করে সাদরে গ্রহণ।

যেখানেই মোরা যাই ভর্ৎসনা বিষম খাই
কেহ দয়া না করে কখন ॥
আমাদের মত জন উচিত ভুঞ্জে মরণ
জীবনের রস নাহি পাই
স্বাধীন যাহারা রয় সতত আনন্দময়
প্রণয় লইয়া কুতূহলে।
সংসারের সুখ যত ভোগ করি নানামত
জীবনে অমূল্যনিধি বলে ॥
যে অভাগা ভ্রাতৃগণ চলিবে মোর মতন
তাহাদেরে মোর নিবেদন।
প্রাণান্তেও তারা যেন নির্ব্বোধ আমার হেন
নাহি করে বিবাহ কখন ॥
তুষিতে একের মন নাহি পারে দেবগণ
দুজন বিষম সেই জ্বালা।
স্বামী অল্পে রুষ্ট হয় তা হতে অধিক ভয়
বর প্রতি বিনা দোষে বালা ॥
গৃহেতে রূপসী থাকি পিঞ্জরেতে রুদ্ধপাখি
ললিত ভাষিত স্মরি তার।
মূর্ত্তি সদা জাগে মনে ইচ্ছা হয় সেইক্ষণে
উড়ি যাই নিকটে তাহার ॥

এদিকে প্রচণ্ড প্রভু দুর্ম্মনা হেরিলে কভু
হাসিয়া, কখন ভৎর্সি কয়।
চুম্বকেতে আকর্ষণ করে তোমা অনুক্ষণ
তোমার এখানে থাকা নয়॥
ক্লান্ত পথিকের প্রায় চরণ না চলে হায়
এমনি রমণী মায়ানদী।
জীবন রক্ষার তরে অর্থ উপার্জ্জন করে
বিদেশে গমনে বাঞ্ছা যদি॥
আর কি কহিব সখি যেরূপ ওকে নিরখি
উনি যদি আমায় তেমন
বাসেন প্রণয় মনে তা হলে লয়ে যতনে
বহুদিনে আগত ভবন
বসি সুখ আলাপনে এ চির দুঃখিত জনে
ক্ষণেকের জন্য একবার
সন্তুষ্ট রাখিয়া চিতে জনম এ পৃথিবীতে
নিরর্থক নয় যে আমার
এইরূপ জানাইয়া দাক্ষিণ্যতা দেখাইয়া
সংসারেতে নিতম্বিনীগণে
লোকে যে আদর করে অমূল্য বিশ্রাম তরে
প্রমাণেন নয়নে নয়নে॥"

"শুনিলা কি বসুমতি কি কহিলা তব পতি
অতএব প্রীতি এবে দাও।
চল যাই উপবনে কি করে কোকিলগণে
শুনি দোহে শ্রবণ জুড়াও॥
অভ্যাগত অতিথিরে এইরূপ অনাচারে
ক্রূরতা করো না প্রদর্শন।
তৃষ্ণায় কাতর জনে সুবাসিত জলদানে
—তুষ্ট কর পুরুষের মন॥
সেবক তোমার ইনি অতএব বিনোদিনি!
সেবকে সেবিতে দেও কাজ।
বসি কমলের দলে প্রসারও কুতূহলে
পদযুগ কদলির লাজ॥
প্রক্ষালিয়া যত্ন করে দেও এই সেবকেরে
অলক্তকে করিতে রঞ্জন॥
আজ্ঞা কর মৃদুস্বরে রচিবারে ত্বরা করে
কোমল কুসুমে আস্তরণ॥
সুখেতে শুইয়া তায় বলহ করিতে বায়
নব কিশলয় বৃন্ত ধরে।
সুষুপ্তি আগম তরে ঈষৎ হাসি অধরে
কহ "তুমি বিদেশে বিচরে

নূতন কি উপন্যাস শিখেছ হে, অভিলাষ
শুনিবারে, বল হে গোচরে ॥”
গল্প হলে সমাপন কর কর সমর্পণ
ধীরে ধীরে মর্দ্দনের তরে ॥
ইহা হইয়াছে বলে লহ ভুজ লতা তুলে
চরণেরে কর প্রসারণ।
মর্দ্দিতে সে উভয়েরে আজ্ঞা কর এ ভৃত্যেরে
নিদ্রা যদি না আসে তখন ॥
এইরূপে কিছু পরে শ্রান্তি সব দূর করে
রজনীরে সুখেতে যাপিতে
“পার্শ্বে মোর,” এরে কহ “এখন শুইয়া রহ”
পদদ্বয় বিশ্রাম লভিতে
দেও এর গাত্র পরে, স্বর্ণলতা শ্রান্তি তরে
গলায় বাঁধিয়া রাখ সুখে।
যদ্যপি চাহে বেতন এরূপে হলে সেবন
করিতে চুম্বন দিও মুখে ॥
শুনিয়া এ উপদেশ হাসিলা শীতের শেষ
কহিলা ধরায় সম্বোধিয়া।
প্রিয়তমা সখি স্থানে শুনিলেন পতি-প্রাণে
তুষিবারে অতিথির হিয়া ॥

তবে কেন দয়াবতি, ক্রুরা এত মোর প্রতি,
ক্রোড়পত্রে দেও লো আসন।
চুম্বন করিয়া দান তৃপ্ত কর শ্রান্ত প্রাণ
আগে এস লয়ে আলিঙ্গন।
এত বলি ধরি ধরা, বসন্ত হরিষভরা,
পুলকেতে মাতিল,
সে সুখ প্রেমিক ভিন্ন অন্যে নাহি জানিল॥

বিশ্ববিদ্যালয়।

অয়ি দেবি! পুরী তব আশ্চর্য্য নির্ম্মাণ!
ভূতলে বসিয়া তুমি স্বর্গের সুন্দরী।
কে যায় সদনে তব নলে পুণ্যবান,
কে হেরে মাধুরী তব মনমুগ্ধকরী॥
জন্মিয়া সেবিতে সবে তোমার চরণ
আকিঞ্চন করে কত, হামাগুড়ি দিয়া
সন্নিধ উদ্যানে যায় কুসুম কারণ;
কেহবা দুভার্গ্যে হয় বহিষ্কৃত গিয়া॥
তারপরে সেই সবে করি আহরণ
সভয়ে দ্বারেতে তব করয়ে আঘাত;

চারিধারে হেথা হেরি সুন্দর গঠন
কঠিন কাষ্ঠেতে গঠা রূদ্ধ দিবা রাত ॥
তোমায় পুজিতে যেই যে হার লইল,
দ্বারী মুহুর্ত্তেক মাঝে হেরিল সবায় ;
কেহ বা সযত্নে মালা সুচারু রচিল,
দৈববশে দ্বারী চক্ষে শোভা নাহি পায় ॥
কেহবা নির্গন্ধী ফুল ভাল সাজাইয়া,
সুব্যাগ্র দর্শকে নানা কৌশলে ভুলায় ;
যতনের ধনে কেহ তথা হারাইয়া
বিরলে ক্রন্দন করে করি হাহাকার ॥
এইরূপে চারি দ্বার ক্রমে হয়ে পার
অপর পুরিতে আসি উদয় সকলে ;
বিচিত্র উদ্যান হেরি ত্বরা সবে যায়,
পুনর্ব্বার তুলিবারে পুষ্প সেইস্থলে ॥
কেহবা অবস্থা গুণে সুমালীর করে
চিকন গাঁথিতে মালা শিখে সাবধানে ;
কেহ দিবানিশি শ্রম করি অকাতরে
কথঞ্চিৎ শিখে অজ্ঞতর গুরু স্থানে ॥
কেহ বা অন্যান্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া
সময় করিতে ব্যয় তত নাহি পায় ;

কিন্তু নিয়মিত কালে দ্বারদেশে গিয়া
ভুঞ্জিবেক নানামত বান্ধব নিন্দায় ॥
হতাশ হইয়া কেহ ত্যজি পলাইল,
কেহবা নিপুণ যদি, বিধি বিড়ম্বনে
যাইতে তোমার পাশে নাহিক পাইল,
অনাহারে অন্তরালে ডাকে গুরুজনে ॥
মূষিক সহস্র দূরে ভেক দলেদল,
অন্যান্য উরঙ্গগণ চলিছে ছুটিয়া
মুখ প্রশারিয়া আসে হইতে সবল
ভক্ষিয়া সুস্বাদু খাদ্য উদর পুরিয়া ॥
বিদেশী নকুল বৈরি আক্রমী কাননে
দুর্ব্বল হেরিয়া নগে করে অত্যাচার ;
অমৃত আহারি সবে দুষ্ট দৈত্যগণে
মারিব সমরে মোরা যুঝি অকাতর ॥
এইরূপ যেইজন সজাতির তরে
চলিতে আছিল বেগে তোমার সদনে
লভিতে আশীষ কিছু ; সতীর গোচরে
চলে যথা দেবরাজ দেবগণ সনে
মারিতে মহিষাসুরে পশু পরাক্রম ।
প্রাচীন জনক তার কাতরা জননী

ক্ষুধা অবসন্ন তনু কৃশা যষ্টিসম
  সুদীন স্বরেতে কাঁদি বিষণ্ণ বদনী
হেয় এ শরীর হতে—কর্দ্দম নির্ম্মিত
  —নশ্বর দুদিন তরে—যাউক জীবন,
তথাপি জীবনাধিক সমরের চিত
  চিরখ্যাতি সমাপন্ন না ত্যাজে কখন
আহার করিতে আহরণ, ভাবি মনে
  না ডাকে পুত্রেরে কভু, কিন্তু সে নন্দন
গুরু নিরানন্দ হেরি প্রতিদ্বন্দ্বী সনে
  পরিহরি দ্বন্দ্ব ত্বরা করয়ে গমন
তাঁদের সুদীন স্বর অনাহার তরে
  দ্রব করে চিত তার, ত্যজি আস্ফালন
ত্যজিয়া সকল দলে, তাঁদের গোচরে
  শুশ্রুষায় রত সুদু, নিরীহ এখন ॥
কেহবা আবাসে কিছু করি আলোচনা
  বান্ধব মরণে কষ্ট পেয়ে বহুতর ;
সংগ্রহি পুস্তক তার, রক্ষিতে আপনা
  রক্ষিতে কুলের মান দেশের ভিতর ;
পরের দয়ায় লভি সাহায্য কিঞ্চিৎ
  বাহিরায় মহাতেজে প্রতিজ্ঞা করিয়া

সঞ্চিতে বিদ্যার রত্ন যশ সমুচিত।
অবশেষে উপস্থিত দুর্ভাগ্যে হইয়া
দূরে কোন বিদ্যালয়ে, বিদ্যার আশয়ে
একাকী সুন্দর যথা ; মিসরের সতী
প্রলোভিত করে তারে ; কপট হৃদয়ে
কুলটা বঞ্চিয়া রাখে কুহকেতে অতি ॥
ত্যজিয়া আপন কাজ তাহার সদনে
অহরহ রহে রত তাহার সেবনে,
কলুষিয়া তীক্ষ্ণ শীর, যাহার ঘর্ষণে
আসিয়াছে দূর দেশে এতেক যতনে ;
বিজয়ী হইতে ভবে, বান্ধব যথায়
প্রেরিলা মঙ্গল বাদ্যে স্মরিয়া ঈশ্বরে ;
সেই সেবে সাভিলাষে রূপজীবা পায়,
সেবিতেছে যেন মহা দেবীর গোচরে ॥
কেহ, দেবি, দৃঢ়তর শাল তরুবর—
সরল হইয়া রহে কানন ভিতরে,
লতা যদি ঘিরে তারে অতি মনোহর
দিইয়া সুখের স্পর্শ, যাদুকর স্বরে
পিক যদি সখি তার, বসন্ত দুর্জন
নিজে আসি দেয় যদি যুবতীর গায়

দিব্য সুধা মাথাইয়া, না করে দর্শন—
নাহি হয় অগ্রসর কভু এক পায় ॥
প্রবল ঝটিকা মাঝে, দুঃখের সংসারে,
করে যদি আন্দোলন প্রভঞ্জন-বলে,
ছিন্ন যদি শাখা তার, আসি দৈব তারে
অকালে পতন করে কাঠুরিয়া দলে ॥
হায় দেবি কতজন মনিষা-বিভায়
কেবল করিয়া আলো আসিতে ধরায়
স্বর্গীয় নক্ষত্র কোন পূর্ণ-গরীমায়
ঘর্ষি কোন কাল বন্ধে ছিন্ন হয়ে যায় ॥
কত কত অনিবল সহস্র সংগ্রামে
শক্ররে করিয়া ভগ্ন, জয়-পতাকায়
আবরিত যেন মরি ময়ুর স্বকামে
সংহারি সর্পের জাতি—পালকেতে কায় ॥
অবশেষে নিচতর বীর সন্নিধানে
ধাবিত হইয়া যুদ্ধে—সৈন্যের বিহায়
বিপন্ন বিষণ্ণ যবে হারাইয়া মানে,
তেজস্বী আব্বাজ প্রায় অঙ্গুরীয় থায় ॥
দেবি—তোমার প্রসাদ তরে কত বাল-জন
বিকসিত মুখ পদ্ম করিয়া মলিন,

প্রাণ পণে যুদ্ধ করে জিনিবারে রণ
কত কষ্টে, কত ভেবে, ইতিহাস হীন !
কতজন তব তরে নয়ন নির্ঝরে
ত্যজে অবিরাম বারি অন্য অগোচরে
আপনা আপনি জানি দীনতার তরে,
সে সবে কি তব দয়া হৃদয়ে সঞ্চরে ?
না চরে কি হানি তাহে তবু অশ্রুজলে
শুদ্ধ নাহি হব আমি—নিঠুরা জননি
এই দোষি তোমা আমি সেবক মণ্ডলে
পাইয়া অসংখ্য রত্ন—মেঘাচ্ছন্ন ভানু
করনা কাহায় যত্ন—অপাত্রে বাখানি
দেখাও সর্ব্বত ভাবে তুমি নহ রাণী ॥

একটী ম্লানা যুবতীর প্রতি।

কেনলো যুবতি তোমা মলিন বদনা
হেরি বল শশীমুখি এ হেন সময়ে ?
কি হেতু বিরষ এত, বিরহ বেদনা
দিতেছে তোমার অই কোমল হৃদয়ে ॥
এসেছেন ভগবতী জগত আলয়ে,
চরাচর আজি তাহে আনন্দ সাগরে

নিমগ্ন রয়েছে সবে, প্রিয়জন লয়ে
প্রণয়ী সকলে আজি সুখে বাস করে ॥
তোমার বয়সী যত কুলের কামিনী
(আসিয়াছে পতি পাশে বিদেশ হইতে।)
সাজিতেছে বিভুষণে অপ্সরায় জিনি,
হাসিছে অন্তরে সবে আহ্লাদিত চিতে ॥
কিন্তু অই সুলোচনে একাকিনী ঘরে
নম্রমুখী ভুমিতলে পাতিয়া বদন,
ঝরিছ বিরলে বারি—নয়ন আসারে,
অলঙ্কার শূন্য তনু সুজীর্ণ বসন ॥
আসিছে আলয়ে নাথ ভেবেছিলে মনে,
রেখেছিলে তৃষ্ণাতুর হরিণী নয়ন
তার আগমন পথে, পরে এই ক্ষণে
দয়িতের কারাবাস করিয়া শ্রবণ
কাঁদিছ বিরলে বসি ভূষণ বিহীনে,
অথবা বিষম কোন ব্যাধি দুর্নিবার
গ্রাসেছে তাঁহায় শুনি, অই পতিপ্রাণে,
হইয়াছে মুখ তব হেন অন্ধকার
হীনতৈল দীপ প্রায়, কিম্বা কর্ম্ম স্থানে
কুহুকিনী কোন বারবনিতার পাশে

হয়েছেন বদ্ধ মজি সুরাবিষ পানে ;
মেষ বেশে রয়েছেন পতি তার পাশে ॥
সে হেতু কি অভিমানে করিছ ক্রন্দন ?
সে হেতু কি ত্যজিয়াছ ভুষণ বসন !
সে হেতু কি ছাড়িয়াছ সহচরী গণ ?
সে হেতু কি করিয়াছ বিজন গ্রহণ ?
পরিণয় শৃঙ্খলেতে বান্ধিলে যাঁহায়
আজন্ম আপন তব বিবেচিয়া মনে।
সেই যদি বিনা দোষে বারবণিতায়
মজিল তোমায় ত্যজি কি কাজ এ জনে ॥
ত্যজিব জীবন আজি করিয়া কল্পনা
অনশনে একাকিনী রয়েছ হেথায়।
দেখিব না লোকমুখ বাহিরে যাবনা
যদি প্রিয়-মুখ হল বিমুখ আমায় ॥
বাল্যকালে পিতা মাতা অর্পিলা যাঁহায়
ত্যজিয়া সকলে যাঁর ধরিনু চরণ ;
বিপদে বিপন্না যাঁর কৃতকার্য্যে হায়
অসীম আনন্দে মম ডুবিয়াছে মন ॥
যাঁর অপবাদ শুনি বিপক্ষ বদনে
যদিও লজ্জায় তাঁরে করিনি রক্ষণ।

যাঁহার সুখ্যাতি শুনি মিত্রের সদনে
আপনার প্রায় সদা করিছি গ্রহণ ॥
হায়! প্রাণে প্রাণে ভাল বাসিতাম যায়
হেরিলে যাঁহারে হত আনন্দ অতুল।
সতত নিরখি চিতে যাঁর প্রতিমায়
সেই কিরে এবে মোরে হল প্রতিকুল ॥
জগতে সুখের স্থান আশার উদ্যান
তুলিব কুসুম যথা ভেবে ছিনু মনে।
যাপিব জীবন যথা হইয়া শয়ান
আমার বলিয়া যাহা জানে সর্ব্ব জনে ॥
না যেতে যৌবন, বিধি! বঞ্চিয়া আমায়
অস্পর্শ বেশ্যায় তাহা দিলে বিতরিয়া।
আমি মরি মরুভূমে বালুকা শয্যায়
মোর স্থানে অন্যে রয় বিরামে বসিয়া।
অয়িরে নয়ন চন্দ্র এস একবার
একবার হেরি তব সে বিধু বদন।
তুমি বিনা কৌমুদীর কিবা গতি আর
আছে এ সংসারে বল? কি আছে কারণ।
জীয়িতে মুহূর্ত্ত ভবে? জাননা দারুণ
নারীর বিমুগ্ধ মন প্রাণ পতি তরে!

বিস্তীর্ণ পৃথিবী মাঝে যথায় অরুণ
বিতরেণ নিজ কর থাকি স্বর্গ পরে।
ডাক দাও যত বেশ্যা আছে ভূমণ্ডলে
পারে কি প্রণয় দিতে প্রমদার মতে;
মকরন্দ সেই রূপ পদ্মিনীর দলে
মধুকর তরে যাহা রয় অবিরত।
কিংশুকে পারে কি কভু গন্ধ দেখাইতে!
মূর্খে উপরিতা হেরি তারে আলিঙ্গন!
করিলা বিদ্বান ভ্রমে ত্যজি সন্নিহিতে
বিদ্যার মাহাত্মে নম্র সুচরিত জন।
কিছুকাল সে তোমায় করিবে তোষণ
বাহ্যিক কুহুকজালে ভানুমতি প্রায়।
পরে যদি দ্বারদেশে করও ক্রন্দন
কদাপি তোমার প্রতি না চাবে হেলায়॥
স্মরিয়া রে প্রিয়তম ভাবি বিড়ম্বনা
মদোন্মত্ত যাহা তুমি না দেখ এখন;
দহিছে ভার্য্যার চিত্ত অসহ্য যন্ত্রণা,
যদিও তাহায় তুমি করিলে বর্জ্জন।
যথা পান্থ পথিমাঝে পতিয়া খেলনা
উপবিষ্ট যুয়াক্রেড়ী দিয়া প্রলোভন॥

জিতিয়া লইবে যেন অনায়াসে ধন
বসে তার পাশে, ক্রমে হয় পরাজয়।
কিন্তু তবু নাহি জানে নিধন আপন
যবে দেখে, হায় হায়, স্বর্ব্বস্ব বিলয়॥
কাঁদিয়া কৃপার বারি চায় রে লইতে,
কিন্তু সেই ক্রেড়ী তারে দেয় তাড়াইয়া!
যে পূর্ব্বে সাদরে তারে বলিল বসিতে,
তোষিল বিবিধমতে একত্রে লইয়া॥
করিলে বর্জ্জন যদি থাকিতে রে সুখে
কাঁদিত না দাসী তব এত অশ্রুজলে
দেশপ্রিয় নয় তত আপনার দুঃখে,
দুঃখী যত দেখি প্রিয় দেশ অকুশলে॥
ছিল না ললাটে মম প্রীতিরভাজন
হইব রে বল্লভের, তুষিব তাঁহায়;
পাপিনী রমণীকুলে কলঙ্ক রোপণ
করিতে বিধাতা বুঝি সৃজিলা আমায়॥
বৃথাই জনম তার বৃথাই জনম
যে নারী করিতে নারে প্রীতি উৎপাদন।
পতির এ ধরাতলে, কেন হত যম
অভাগিনী মোর মত ত্যজিয়া ত্বরায়,

আরক্ত লোচনে, করে ক্ষণে ক্ষণে
প্রভুতার পরকাশ ॥
চরণে দলন, করিছে কথন,
হায় আর কি বলিব।
একটা গর্জ্জনে, যত আছে বনে
চল আজি তাড়াইব ॥
যদ্যপি আহবে মরি মোরা সবে
সেও শত শ্রেয়স্কর।
এ অবমাননা কিছুই রবে না
কিবা চাই এর পর ॥
মেলিয়া নয়ন করিতে দর্শন
কুলের কলঙ্ক আর।
হবে না মরিলে রিপু দলে দলে
যাব চলে স্বর্গদ্বার ॥
পুরুষের অঙ্গ সংগ্রামের রঙ্গ
বিনা নাহি শোভা পায়।
অগুরু চন্দন কামিনী শোভন
শোণিত বীরের গায় ॥
মৃণাল পেলব যুনীর গৌরব
অয়স যুবা শরীর।

কুচভরে নত হয় নারী যত
গিরিঘাতে বীর স্থির ॥
বামা বিলোচনে, সুধাবরিষণে
প্রণয়ের জড়তায়।
বিপক্ষে বিজনে, চন্দ্রমণিগণে
চন্দ্রিমা হেন গলায় ॥
বীরখর দৃষ্টি, করি অগ্নিবৃষ্টি
সংগ্রামে বৈরির দেহে।
আতঙ্কে তাহায় আতসি মালায়
মার্ত্তণ্ডের প্রায় দহে ॥
বীরের তনয় বীরকার্য্যে ক্ষয়
চল যাই হই গিয়া।
জয় পরাজয় যদি স্থির নয়
তাহাতে কি কাঁপে হিয়া ॥
গাবে ইতিহাসে বচন বিন্যাসে
মোদের বীর চরিত।
ত্রিদিবে আলয়, আছে ত নিশ্চয়
পিতৃগণ সন্নিহিত ॥

সখিসঙ্গে।

কতদিন সখি, নাথ ত্যাজিয়া আমায়
বিদেশে বিদ্যার আশে করিলা গমন
একটু সংবাদ নাহি যত আসে যায়
দুঃখিনীরে কেহ তাহা না কবে কখন ॥

লজ্জায় কাহার কাছে পারি না বলিতে ;
কিন্তু হৃদি ফেটে যায় যবে মনে হয়
একাকী পীড়িত পাছে ; অশ্রু নিবারিতে
পারি কি লো! কেবা বুঝে আমার কি ভয় ॥

সবে হাসে বিদ্যা আশে বিদেশে বসতি
বিশেষে ঔষধ রূপ, জননীও যিনি
তাহে স্বায়, কেনা ইচ্ছে বল লো যুবতি
পতিশ্রুতিবান হয়, যশে ভানু জিনি ॥

তবুও সুধাংশু সেই বিপদ মলিন
স্মরিলে অন্তরে কি গো যশঃ তৃষ্ণাপায় ?
মেঘ বিদ্যুল্লিলা সহ ঝটিকা প্রবীন
নাহি চাহি আলি আমি আম্রের আশায় ॥

অত্যন্ত লাজুক তিনি—কাতর ক্ষুধায়,
তবুও না খান কিছু, দুটি অন্য মুখে—

যাইতে উদ্যত, মাতা ধরিয়া তাহায়
কত অনুরোধি পুনঃখাওতেন সুখে ॥

বলো কি লো ভৃত্য যারা অর্থের চাকর,
মায়ায় তারাই কিছু খাওইবে তাঁরে,
দেখাতে নয়নে স্বর্ণে লেপয় উপর
নহেত ভিতরে তার সত্য উপকারে ॥

হায়, সখি, যবে স্মরি সে ঈষৎ হাসি ;
প্রত্যুষে গমনোমুখে প্রনমি জননী,
আমি দূরে অন্তরালে অশ্রুনিরে ভাসি ;
আসিছেন মোরপানে ; ফুলিল ধমনি

সুকম্পিত অঙ্গ ;—"শীঘ্র" শুনিয়া পশ্চাতে,
গেলেন প্রাণেশ মম লইয়া হৃদয় ;
স্তম্ভিত তথায় আমি যেন বজ্রপাতে !
হেবিধি। সুখেতে রাখ আমার প্রণয় ॥

সম্পূর্ণ।

আশুতোষ ঘোষ এবং কোম্পানি দ্বারা আলবার্ট প্রেসে মুদ্রিত।
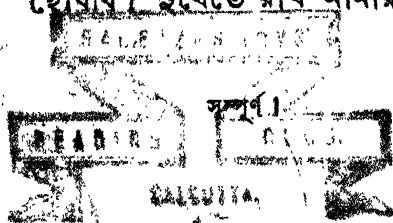
স্থভগা কামিনীগণে করয়ে গ্রাসন
অথবা কি স্বামী দৃষ্টি না হইল যায়
লইতে অবজ্ঞা তারে করয়ে শমন ॥
ওলো সখি বারাঙ্গনে, দেখি সম্ভাষণ
পতির সঙ্গিনী তুই হয়েছিস বলে।
কুহকের বলে যেই হরিলি রতন
রাখিস যতনে সদা পরিহারে গলে ॥
রাখিস্, সতীর এই মানিস্ বচন,
ইহাতে হইবে তোর পুণ্যের সঞ্চার।
অসংখ্য পাপেতে তুই হইবি মোচন ;
না হলে ডাকিনি তোর না দেখি নিস্তার॥
এজগতে যত লোকে করি প্রবঞ্চনা
অমূল্য সম্পদনিধি করিছে অর্জ্জন ;
করিস্ কি মনে তুই নরকে যাতনা
এসব লোকেরা নাহি করিবে ভুঞ্জন ॥
অনশনে আমি ত্বরা ত্যজিয়া জীবন
বিমানে বৈকুণ্ঠে যবে যাইব চলিয়া।
চারিদিক স্থবাসিত শোভে পুষ্পবন
পরিখা বেষ্টিত ধামে থাকিব বসিয়া ॥
কোথায় রহিবি তুই, কোথা ও রমণ

তখন কুহক কি লো থাকিবে প্রবল।
কাঁদিয়া ধরিস্ যদি উঁহার চরণ
আম্নিবেন প্রক্ষিপিয়া পতিব্রতা-স্থল॥

মহাবীর শিবজীর উত্তেজনা বাক্য।

ওরে ভ্রাতৃগণ, ধর অস্ত্রগণ,
বিলম্ব সহেনা আর।
এস যাই রণে, মারি অরিগণে
করি সব ছারখার॥
আর অপমান, সহেনা রে প্রাণ
বিস্তর হয়েছে এই।
ধর করে অসি শীঘ্র রণে পশি
রিপুরে শমনে দেই॥
পশুরাজকুলে জন্মিয়া সকলে
শৃগালের অধীনতা।
সহি নম্রমুখে অহর্নিশি দুঃখে
লজ্জাস্কর এ বারতা॥
আমাদের পানে, চাহি শিবাগণে
মুহু মুহু করে হাস।